بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ১৩ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থ মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান প্রেমিক হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইবাদতের বিভিন্ন ঘটনা উপস্থাপন করেন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, এ যুগে মহানবী (সা.)-এর সর্বোত্তম আদর্শের সর্বাধিক অনুসরণ আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাঝেই প্রত্যক্ষ করি। সাম্প্রতিক খুতবাগুলোতে আমি আল্লাহ্ তা'লার প্রতি মহানবী (সা.)-এর গভীর ভালোবাসার প্রেক্ষাপটে তাঁর ইবাদতের মান ও যিকরে এলাহীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি। আজ আমি তাঁর নিষ্ঠাবান প্রেমিক হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জীবনচরিত থেকে তাঁর ইবাদতের এরূপ কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরব। হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রা.) বলেন, মির্যা মুহাম্মদ দ্বীন সাহেব (রা.) আমাকে লিখে পাঠিয়েছেন, **আমি শৈশব থেকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে দেখে আসছি। তাঁর অভ্যাস ছিল, তিনি দ্রুত ঘুমিয়ে পড়তেন, এরপর রাত একটার সময় তাহাজ্জুদ নামায পড়ার জন্য জাগ্রত হতেন। তাহাজ্জুদ পড়ার পর কুরআন তিলাওয়াত করতে থাকতেন। এরপর ফজরের আযান হলে বাড়িতে সুন্নত পড়ে মসজিদে গিয়ে বাজামা'ত নামায পড়তেন। কখনো নিজেই নামাযে ইমামতি করতেন আবার কখনো মিয়াঁ জান মুহাম্মদ সাহেব (রা.) নামাযের ইমামতি করতেন। তবে আমি তাঁকে কখনো মসজিদে সুন্নত পড়তে দেখিনি।**

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর পিতার ইন্তেকালের নিকটবর্তী সময়ের একটি আধ্যাত্মিক সাধনার ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আ.) বলেন, একবার তিনি স্বপ্নে এক বুযূর্গ ব্যক্তিকে এ কথা বলতে শোনেন যে, ঐশী জ্যোতির নির্দেশনা লাভের জন্য লাগাতার কিছুদিন রোযা রাখা নবীদের সুন্নত বা রীতি। হুযূর (আ.) তাই কিছু সময়ের জন্য নিয়মিত রোযা রাখাকে উপযুক্ত মনে করেন। অতঃপর তিনি গোপনে রোযা রাখতে শুরু করেন। তাই তিনি এমন পদ্ধতি গ্রহণ করেন যে, বাসা থেকে পুরুষদের বসার ঘরে খাবার আনাতেন এবং তা কিছু এতীম শিশুর মধ্যে বণ্টন করে দিতেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লা ব্যতীত আর কেউ আমার এই রোযা রাখার বিষয়টি জানত না। দুই-তিন সপ্তাহ পর তিনি তাঁর আহারের পরিমাণ আরও কমিয়ে দেন, এমনকি খাবারের পরিমাণ অষ্টপ্রহরে মাত্র একটি রুটিতে সীমাবদ্ধ করেন। এরপর ধীরে ধীরে খাদ্যের পরিমাণ এত কমাতে থাকেন যে, সেই খাবার খেয়ে দুই-তিন মাসের শিশুও ধৈর্য ধরতে পারত না। তিনি এভাবে আট-নয় মাস পর্যন্ত নফল রোযা রাখেন। এর ফলে রোযার বিস্ময়কর ফলাফলও তিনি লাভ করেন। অতীতের অনেক নবী এবং ওলীর সাথে দিব্যদর্শনে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। এছাড়া তিনি (আ.) একবার সম্পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় হযরত হাসান (রা.), হুসাইন (রা.), আলী (রা.) এবং ফাতিমা (রা.) সহ মহানবী (সা.)-কেও দর্শন করেন। এরপর হুযূর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি দীর্ঘ আধ্যাত্মিক রুইয়্যার কথাও উল্লেখ করেন, যা তিনি রোযা রাখার কল্যাণে দেখেছিলেন।

একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) দ্বিতল কামরা থেকে পড়ে যান। এরপর যখন তাঁর চৈতন্যদয় হয় তখন তিনি প্রথমেই জিজ্ঞেস করেন, **নামাযের সময় হয়েছে কিনা?** এথেকে বুঝা যায় নামাযের প্রতি তাঁর কতটা ব্যাকুলতা ছিল? ১৮৯৫ সালে হযরত মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব (রা.)-র কাদিয়ানে রমযান মাস অতিবাহিত করার সৌভাগ্য হয়। তিনি বলেন, আমি গোটা মাস তাহাজ্জুদ অর্থাৎ, তারাবীর নামায হুযূর (আ.)-এর পেছনে পড়েছি। **হুযূর আকদাস (আ.) বেতরের নামায প্রথম রাতেই**

পড়তেন আর শেষ রাতে দুই রাকাত করে আট রাকাত তাহাজ্জুদ আদায় করতেন। এ সময় তিনি সর্বদা প্রথম রাকাতে আয়াতুল কুরসী এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ইখলাস পাঠ করতেন।

হযরত আম্মাজান (রা.) বর্ণনা করেন, **পাঁচবেলার নামায ছাড়াও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) দু'ধরনের নফল নামায পড়তেন। একটি হলো, ইশরাকের নামায যা মাঝে মাঝে পড়তেন। আরেকটি হলো, তাহাজ্জুদ নামাযের আট রাকাত যা তিনি নিয়মিত পড়তেন; কেবলমাত্র সে সময় ছাড়া যখন তিনি অনেক অসুস্থ থাকতেন। তথাপি তখনও তিনি রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে দোয়া করতে থাকতেন আর শেষ বয়সে দুর্বলতার কারণে বসে বসে তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন।** অনুরূপভাবে মির্যা মুহাম্মদ দ্বীন সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, **তিনি (আ.) মসজিদে ফরয নামায পড়তেন এবং সুন্নত ও নফল বাসায় গিয়ে পড়তেন। এশার নামাযের পর তিনি ঘুমিয়ে পড়তেন এবং অর্ধেক রাত অতিক্রান্ত হওয়ার পর জেগে উঠতেন আর নফল পড়তেন। এরপর তিনি (আ.) মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে ফজরের আযান পর্যন্ত কুরআন তিলাওয়াত করতে থাকতেন।** হযরত মৌলভী ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব (রা.) লেখেন, **তিনি (আ.) যখন তাঁর পিতার মামলা-মোকদ্দমায় হাজিরা দিতে যেতেন তখন খুবই সতর্ক থাকতেন যেন কোনো অবস্থাতেই নামায ছুটে না যায়। কাচারিতেও তিনি এমনভাবে নামায পড়তেন যেন তাঁর অন্য কোনো কাজই নেই।** একবার মামলার হাজিরা চলছিল আর তিনি (আ.) নামাযের সময় হয়ে যাওয়ায় নামায পড়তে গিয়েছিলেন। তিনি অনুপস্থিত ছিলেন তাই অপরপক্ষ থেকে জোরালো চেষ্টা করা হয় তাঁর বিরুদ্ধে রায় দেওয়ার জন্য। কিন্তু বিচারক এর প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপ করেননি, বরং নামায শেষ করে তিনি (আ.) যখন সেখানে যান তখন দেখেন, তাঁর অনুকূলেই সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়েছে।

হযরত আম্মাজান (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কুরআন তিলাওয়াতের বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, তিনি (আ.) যখন বাড়িতে মাগরিবের নামায পড়তেন তখন সূরা ইউসুফ তিলাওয়াত করতেন যেখানে এ আয়াতটি আসত যে, **ইন্নামা আশকূ বাসসি ওয়া হুযনী ইলাল্লাহ্** অর্থাৎ, আমার সমস্ত দুঃখ ও কষ্ট আল্লাহ্ তা'লার দরবারে উপস্থাপন করি। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বলেন, **হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কণ্ঠে অত্যন্ত বিগলন ও দরদ ছিল এবং তাঁর তিলাওয়াত অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হতো।** এক জীবনীকার লিখেছেন, **তিনি (আ.) পবিত্র কুরআন এবং রসূলের সুন্নতকে খুবই ভালোবাসতেন। তাঁর ইবাদত কখনো মহানবী (সা.)-এর সুন্নত পরিপন্থি হতো না। পাঁচবেলার নামায ছাড়াও তাহাজ্জুদের নামাযে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। নামাযে তাঁর এত গভীর মনোযোগ এবং নিমগ্নতা থাকত, মনে হতে যেন তিনি এ জগতেই নেই। নামাযে সূরা ফাতিহা– পরম ব্যাকুলতা এবং গভীর মনোযোগের সাথে পড়তেন এবং অনেক দোয়া করতেন।** তিনি (আ.) শুরুর দিকে যখন নামাযে মনোযোগ সৃষ্টি হতো না তখন বার বার পড়তেন এবং বলতেন, আমি এ পদ্ধতি বাজারের এক মাতালের কাছ থেকে শিখেছি। কেননা, মাতাল এক পেয়ালা মদ পান করে নেশা না হলে বারবার পান করতে থাকে। অনুরূপভাবে বারবার নামায পড়ার ফলে এক প্রকার আধ্যাত্মিক নেশা সৃষ্টি হয়।

বিভিন্ন বর্ণনায় জানা যায়, **নামায ছাড়া মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আমল ছিল পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত, দরূদ শরীফ এবং এস্তেগফার পাঠ। কুরআনের প্রতি তাঁর এমন গভীর ভালোবাসা ছিল যে, দিবারাত্রি, উঠতে বসতে, শয়নে-জাগরণে, এদিক-সেদিক চলাফেরা করার সময় কুরআন পাঠ করতেন এবং অঝোরে কাঁদতেন। অনুরূপভাবে দরূদ শরীফ তিনি অধিক পরিমাণে, বুঝে শুনে এবং গভীর অনুভূতির সঙ্গে পাঠ করতেন; কখনো কখনো তা ক্রন্দনে রূপ নিত।** হযরত মুফতী মুহাম্মদ সাদেক সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, একবার ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়। সকল ঘরবাড়ি ও জিনিসপত্র প্রকম্পিত হয়,

মানুষ অবাক ও হতভম্ব হয়ে ঘাবড়াতে থাকে। এমন সময়ে আল্লাহ্‌র প্রেরিত মসীহ্‌র অবস্থা দেখার মতো ছিল। আমরা হাদীসে পড়েছি, এমন দৈব কোনো বিপর্যয় ঘটলে মহানবী (সা.)-এর চেহারায় খোদাভীতির গভীর উৎকণ্ঠা প্রকাশ পেত; সামান্য মেঘ দেখলেও তিনি অস্থির হয়ে পড়তেন— কখনো বাইরে যেতেন, কখনো ভেতরে আসতেন। তেমনই **হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও পরিবার-পরিজনসহ ভূমিকম্পের দিনগুলোতে আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়ায় নিমগ্ন হন এবং নিজের প্রভুর দরবারে সিজদায় লুটিয়ে পড়েন। দীর্ঘ সময় ধরে তিনি, তাঁর পরিবার ও খাদেমগণসহ কিয়াম, রুকু ও সিজদায় অতিবাহিত করেন এবং আল্লাহ্‌র মহিমার সামনে কম্পিত থাকেন।**

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আজকাল লোকেরা মসজিদ থেকে দূরে থাকার কারণে বাড়িতে নামায আদায় করে। বাড়িতেও একা নামায পড়া উচিত নয়, স্ত্রী-সন্তানদের সাথে নিয়ে বাজামা'ত নামায পড়া উচিত। **হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যদি কোনো কারণে মসজিদে যেতে না পারতেন তাহলে বাড়িতে আম্মাজানকে নিয়ে বাজামা'ত নামায পড়তেন। অনেক সময় অন্য মহিলারাও আম্মাজানের সাথে যোগ দিতেন।** হযরত সৈয়্যদ যয়নুল আবেদীন সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, সিয়ালকোটের একজন ভদ্রমহিলা, ফযল দ্বীন সাহেবের কন্যা হায়াত বিবি সাহেবা তাকে বলেন, চাকরী জীবনে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একবার আমার পিতার কাছে এসে বলেন, আপনার যে ঘরটি খালি পড়ে আছে সেটি আমাকে থাকার জন্য ভাড়া দিন। **মির্যা সাহেব তাঁর ঘরের ভেতরে দরজা বন্ধ করে পবিত্র কুরআন পাঠ করতেন। আঙ্গিনায় হাঁটতে-হাঁটতে কুরআন পাঠ করতেন। কখনো কখনো আবার সিজদাবনত হতেন এবং দীর্ঘ সিজদা করতেন আর এতটা কাঁদতেন যে, চোখের পানিতে মেঝে ভিজে যেত।** হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন খুব ছোট ছিলেন তখনই তাঁর সমবয়স্কা এক মেয়ে যার সাথে পরবর্তীতে তাঁর বিয়ে হয়েছিল, তাকে বলেছিলেন, **দোয়া করো যেন আমার নামায পড়ার সৌভাগ্য হয়।** এথেকে বুঝা যায়, শৈশব থেকেই তাঁর খোদা তা'লার প্রতি গভীর ভালোবাসা এবং ইবাদতের প্রতি কীরূপ আকর্ষণ ছিল।

হযরত পীর সিরাজুল হক্ক নোমানী সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, মিয়াঁ জান মোহাম্মদ সাহেব ইন্তেকাল করলে মসীহ্ মওউদ (আ.) তার জানাযায় অংশগ্রহণের জন্য যান এবং অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে এত দীর্ঘক্ষণ ধরে জানাযার নামায পড়ান যে, লোকেরা দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। জানাযার নামায শেষে যখন তাঁকে বলা হয়, আপনি জানাযার নামায পড়ার জন্য এত সময় নিয়েছেন যে, আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আপনিও নিশ্চয় ক্লান্ত হয়ে গেছেন। তিনি (আ.) বলেন, **আমাদের ক্লান্ত হওয়াতে কী আসে যায়? আমরা তো এই মরহুমের আত্মার মাগফিরাতের জন্য দোয়া করছিলাম। প্রার্থনাকারীর কী ক্লান্ত হওয়া মানায়? যে চাইতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, সে তো ব্যর্থ।** হুযূর (আই.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকেও এরূপ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে নামায পড়ার তৌফিক দিন। আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে এই অঙ্গীকারে বয়আত করেছি যে, আমরা খোদা ও তাঁর রসূল (সা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী নামায পড়ব। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এই অঙ্গীকার রক্ষা করার তৌফিক দিন, আমীন।

পরিশেষে হুযূর (আই.) সম্প্রতি প্রয়াত দু'জন আহমদীর— তথা পাকিস্তানের নারওয়াল নিবাসী **মুকাররমা আমাতুশ্ শরীফ সাহেবা** এবং **মুকাররম শেখ বশীর আহমদ সাহেবের** সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ করেন এবং নামাযের পর তাদের গায়েবানা জানাযা পড়ানোর ঘোষণা প্রদান করেন।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নাই, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা খুতবার সারাংশ উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, **www.mta.tv** এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট **www.ahmadiyyabangla.org-এ**] (সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)